রবিবার
৩ জুলাই ২০২২
দৈনিক
প্রকাশনার ১৪ বছর
স্বাধীনতাই আমাদের শক্তি
বাংলাদেশের আলো
The Daily Bangladesher Alo

# পদ্মা সেতু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটাবে

## খন্দকার আতাউর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

■ রবিন মাহমুদ

পদ্মা সেতু আজ বাংলাদেশের নতুন পরিচয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ অর্জনের মধ্য দিয়ে যেমন বিশ্ব দরবারে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছেন তেমনি তার সুযোগ্যকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতুর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক খন্দকার আতাউর রহমান বাংলাদেশের আলোর সঙ্গে একান্ত আলাপকালে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। তিনি বলেন, পদ্মা সেতু বাংলাদেশের সার্বিক চেহারা পাল্টে দিতে পারে তাতে কোনো দ্বিধা নেই। দেশের শিক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি সব খাতই এতে উপকৃত হবে। অর্থাৎ দক্ষিণাঞ্চলের

▶ এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৩

## পদ্মা সেতু আন্তর্জাতিক

সঙ্গে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের যে কানেক্টিভিটি তৈরি হবে তার কারণে এমন কোনো সেক্টর নাই যে উপকৃত হবে না। তিনি বলেন, 'সহজ কথায় বলি যদি পদ্মা পাড়ের ২১টি জেলার সঙ্গে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রসারিত হবে। এরফলে, শিল্প-কারখানা স্থাপিত হবে। নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

তিনি বলেন, পদ্মাসেতুর ফলে নগরায়ন বিস্তৃত হবে এবং ঢাকামুখী জনস্রোত অনেক কমে আসবে। ঢাকার আশপাশে ফরিদপুর, মাদারিপুরের যারা ঢাকায় থাকেন, পারতপক্ষে তারা ঢাকা ছেড়ে যাবেন। তারা নিজ এলাকা থেকে এসে অফিস করবেন, যেটা এখনো ঢাকার আশপাশের এলাকার অনেকেই করছেন। সে সুযোগটা তৈরি হয়েছে।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'আমরা এমন একটা ব্যাংকে আছি যেখানে দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করছি। দারিদ্র্য বিমোচনই আমাদের মূল লক্ষ্য। পদ্মা সেতুর কারণে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হলে দারিদ্র্যের হার কমবে বলে প্রধানমন্ত্রী যেমন আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন আমরাও সবাই সে ব্যাপারে আশাবাদী। পদ্মা সেতু জিডিপিতে একটি বিরাট অবদান রাখবে। এর ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রসারের ফলে দেশের জিডিপি ১.২ থেকে ১.৫ শতাংশ বাড়বে।

পদ্মা সেতু চালুর ফলে কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। কৃষকরা সাধারণত তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয় এবং সেটি হয় যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে। আগে পচনশীল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ঢাকায় আসতে অনেক সময় নিতো। পদ্মা সেতু হবার কারণে সেটা খুব কম সময়ের মধ্যে বাজারজাত করতে পারবে তারা। ফলে কৃষকদের ন্যায্যমূল্য পাবার সুযোগ তৈরি হলো। এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্যোক্তাও তৈরি হবে। এখনো অনেক শিক্ষিতজনরা কৃষি খামার যেমন হাঁস-মুরগি-গরু পালন, গাছ লাগানো নানা কাজ করছেন। আগে কোরবানির জন্য ভারত থেকে আসা গরুর উপর নির্ভর থাকতে হতো আমাদের। এখন দেশেই প্রচুর গরু। দুধেও আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। পদ্মা সেতুর ফলে এগুলো আরো প্রসারিত হবে।

পর্যটন শিল্পের প্রসারে পদ্মা সেতুর ভূমিকা বলতে যেয়ে তিনি বলেন, কক্সবাজার পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, কুয়াকাটায় সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত দেখা যায় এক জায়গা থেকে। কুয়াকাটার সঙ্গে যোগাযোগের কারণে পর্যটকদের অনীহা ছিল। পদ্মা সেতুর কারণে কুয়াকাটায় সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত দেখে যে কেউ এখন ওই দিনই ফিরে আসতে পারবে। এর ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পর্যটনের বিকাশ ঘটবে। বিনিয়োগ বাড়বে, বিদেশিরা আসবে।

তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে বিরাজমান চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আমাদের হাতছানি দিচ্ছে, যেখানে আইটি ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ৩৯টি দেশে হাইটেক পার্ক করার ঘোষণা দিয়েছেন। এ অঞ্চলেও তার প্রভাব পড়বে। তিনি বলেন, এক সময় চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর দিয়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। পরবর্তীতে মোংলা বন্দর তৈরি হলেও তা এ অঞ্চলে তা বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি। পায়রা বন্দর পুরোপুরি চালু হবে এ বছরে। পদ্মা সেতুর কারণে এ বন্দর হবে বাণিজ্যের বড় হাব। এ অঞ্চলে ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠবে। পদ্মা সেতুর রাস্তাটা এশিয়ান হাইওয়ের সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হবে।